Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-II, published on April 2023, Page No. 259 – 266
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848

প্রাক্ স্বাধীনতা পর্বে কবিতা রচনায় বাঙালি মুসলমান লেখিকাদের অবদান

সেরিনা খাতুন
এম.ফিল, তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
ইমেইল : serinakhatoon45@gmail.com

Keyword

Abstract

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত সময়পর্বে বাঙালি মুসলমান লেখিকাদের কাব্যচর্চার মাধ্যমে এক স্বতন্ত্র ভাষ্যের সূচনা করেছিলেন। তাঁদের আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া ছিল এক চাঞ্চল্যকর বিষয়। কেননা তা অতীতের বাঙালি মুসলমান সমাজের গড়ে ওঠা মতাদর্শকে দিয়েছিল আধুনিকীকরণের এক নতুন চ্যালেঞ্জ। বাঙালি মুসলমান লেখিকা কাব্যচর্চার মাধ্যমে যে ভাষ্যের স্বতন্ত্র রূপ গড়ে তুলেছিলেন সেখানে তাঁরা বিশেষত সমকালীন নারীদের পরিচয়, সমাজ, ঘর ও বাইরের পৃথিবীর মুসলমান বাঙালিত্ব প্রতিনিয়ত নতুন নতুন সমস্যার সৃষ্টি করছিল, সেই জটিল বিষয়গুলি প্রাধান্য দিয়েছিলেন। একদিকে ছিল তাঁদের ব্যক্তিগত পারিবারিক ও ধর্মসম্প্রদায়গত সংস্কার, অপরদিকে বাঙালিত্বের প্রতি দায়বদ্ধতা। ধর্ম এবং জাতি এই দুইয়ের দোলাচলতা বারংবার আলোড়িত করে চলেছে বাঙালি মুসলমান নারীসত্তাকে। এই প্রতিকূল পরিবেশে কবিতা রচনার সাহায্যে তাঁরা সাহিত্য জগতে হাতেখড়ি করেছিলন, এবং একের পর মহিলা কবি কবিতা রচনা করে গিয়েছেন। তাঁদের রচিত কবিতা গুলো প্রাক্ স্বাধীনতা পর্বে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছিল, একই ভাবে বর্তমান কালেও বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পাদ। বাঙালি মুসলমান মহিলা কবিরা কবিতায় সর্বপ্রথম প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছিলেন। তাঁদের রচনার বিষয় বস্তু রূপে ধরা দিয়েছিল নারীমুক্ত, নারীশিক্ষা, ব্যক্তিগত জীবনের প্রেম-ভলোবাসা-ব্যর্থতা, দ্যম্পত্য-জীবন, প্রকৃতি-প্রেম, ঈশ্বর সাধনা, স্বদেশপ্রেম ইত্যাদি। এই গুলো অত্যন্ত সহজ সরল ভাষায় অন্তরের ভাব ও অনুভূতিকে কবিতায় প্রকাশ করেছিলেন। জীবনের অতিসাধারণ বিষয় গুলো নির্বাচনে কবিরা প্রশংসার যোগ্য।

Discussion

ইংরেজি লিটারেচারের বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে আমরা সাহিত্য শব্দটি ব্যবহার করে থাকি। এবং যুগে যুগে মানুষ নিজের সৃষ্ট শিল্পকে সাহিত্যে রূপদান করেছেন। বাংলা সাহিত্যের সমৃদ্ধিতে বাঙালি মুসলমান লেখিকারা কবিতা রচনায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন। বাঙালি মুসলমান লেখিকাদের সাহিত্য জগতে আবির্ভাব হয়েছিল কবিতার হাত ধরে, নির্বাচিত

(জমিলা বেগম, জেবুন্নেসা খানম, ওয়াহেদা খাতুন, জয়নব আখতার, মিসেস. এম. রহমান, রাবেয়া খাতুন, মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা, ফতেমা রউফ, রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন, রাজিয়া খাতুন চৌধুরানী, আজিজান খাতুন, নার্গিস আছা বানু, মিসেস রফি) লেখিকাদের কবিতা বাংলা সাহিত্যে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিল। তবে এই পথ চলা সহজ ছিল না। তাঁদের জীবন গৃহকর্মের মধ্যে আবদ্ধ ছিল। সাহিত্যচর্চার কোনো অনুকূল পরিবেশ ছিল না। সমাজ এবং পরিবারের আড়ালে তাঁরা প্রবল প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করে সাহিত্যচর্চাতে মনোনিবেশ করেছিলেন। এবং কবিতা দিয়ে পথ চলা শুরু হলেও পরবর্তী কালে উপন্যাস, নাটক, গল্প, প্রবন্ধ ইত্যাদি সাহিত্য রচনায় কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছিলেন।

সাহিত্যের প্রতিটি সংরূপেরই একটি মৌলিক মানদন্ড আছে। সেই মানদন্ডের প্রেক্ষিতে আমরা কবিতারও মোটামুটি সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে পারি। বিশেষ অনুভূতি প্রকাশের জন্য শব্দগুচ্ছের তাৎপর্যময় বিন্যাস থেকে কবিতার সৃষ্টি। ব্যক্তিগত জীবন অভিজ্ঞতা যখন সৃষ্টিশীলতার সঙ্গে যুক্ত হয় তখনই কবিতার জন্ম হয়। তবে প্রথাগত কাঠামোর বাইরে থেকেও কবিতা রচিত হতে পারে। কবি কোনো কাঠামো না মেনে কেবল মাত্র দৈনন্দিন জীবনবোধ ও অভিজ্ঞাতা থেকে যে উপলব্ধি করে শুধুমাত্র তার ভিত্তিতেই কবিতা রচনা করতে পারেন। ছন্দ, অলংকার ছাড়াও নিরাভরণ শব্দের সমবায়েও সফল কবিতা রচিত হতে পারে। ফলত গৃহের অভ্যন্তরে বাঙালি মুসলমান লেখিকারা সহজ সরল বাংলা ভাষাতে অন্তরের আবেগ অনুভূতিকে কবিতার রূপ দিয়েছিলেন। তাঁদের রচনার বিষয় বস্তু রূপে ধরা দিয়েছিল নারীমুক্ত, নারীশিক্ষা, ব্যক্তিগত জীবনের প্রেম-ভলোবাসা-ব্যর্থতা, দ্যম্পত্য-জীবন, প্রকৃতি-প্রেম, ঈশ্বর সাধনা, স্বদেশপ্রেম ইত্যাদি। এই গবেষণা পত্রটিতে নির্বাচিত কবিদের কবিতার বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকের বিশ্লেষণ থেকে আমরা বাঙালি মুসলমান মহিলা কবিদের কবিতা রচনায় যে দক্ষতার পরিচয় রেখেছিলেন তা নির্ধারণ করার চেষ্টা করতে পারি। আলোচনার সুবিধার জন্য কবিতার বিষয়কে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে দেখানো হয়েছে।

নারীমুক্তি ও নারীশিক্ষা –

বাঙালি মুসলমান মহিলা কবিদের জীবন অবরোধ ও অশিক্ষার শৃঙ্গলে আবদ্ধ ছিল। তাঁদের বন্দিনীদশা থেকে মুক্তির আলো এনেদিয়েছিল শিক্ষিত পুরুষ সমাজ। তাঁদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে বাঙালি মুসলমান মহিলা কবিরা নিজেদের অবস্থান সম্পর্কে সচেতন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের শিক্ষিত করে তোলার ব্রতে ব্যতী হয়েছিলেন। তাঁরা উপলব্ধি করেছিলেন তাদের সর্বাঙ্গিক মুক্তি তখনই সম্ভব যখন তারা সম্পূর্ণ শিক্ষিতা রূপে নিজেদের তুলে ধরতে পারবেন। শিক্ষা ও জ্ঞানের আলোকে বাঙালি মুসলমান নারীর মুক্তির জন্য কলম ধরেছিলেন একাধিক মহিলা কবি। জমিলা বেগম তাঁর 'অভিশাপ' কবিতায় সমাজে নিপীড়িত নারীদের 'মুক্তির বারতা' দিয়েছেন-

"প্রলয় ঘনালো মেঘে! মানুষের সভ্যতা শ্মশানে-
মুক্তির বারতা শুনি জীবনের জয়ধ্বনি গানে।।"[১]

মুক্তির জন্য শিক্ষার প্রয়োজন ছিল। সেই শিক্ষা গ্রহণে ব্যর্থ হৃদয়ের অভিমান ব্যক্ত হয়েছে জেবুন্নেসা খানমের "শিক্ষা সংস্কৃতি আজাদী" কবিতায়-

"তোমরা আমরা একই তো মানুষ,
তাই তো শুধায় মন
কেন আমাদের দিয়েছ তোমরা
চারি পাশে বন্ধন?
জ্ঞানে ও কর্ম্মে সীমারেখা টানি
খর্ব্ব করেছ কেন এত-খানি?
সংস্কৃতির সুর লোক হতে
রেখেছ নির্ব্বসন।
জীবন যজ্ঞে নারী চিরদিন
শুধুই কি ইন্ধন?"[২]

বাঙালি মুসলমান নারীদের পিছিয়ে থাকার কারণে সমকালে নানাবিধ অধিবেশন সংগঠিত হয়েছিল। সেই সকল অধিবেশন বাঙালি মুসলমান মহিলা লেখিকাদের নারীমুক্তি বিষয়ে বিশেষ ভাবে উদ্বুদ্ধ করেছিল। ওয়াহেদা খাতুনের 'বঙ্গীয় আহমদী মহিলা সমিতির বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষ্যে' কবিতায় সেই সচেতনতা লক্ষিত হয়-

"মোসলেম রমণীকুল নহে কভু হীন,
ধর্ম্ম কর্ম্ম সর্ব্বক্ষেত্রে তারাও স্বাধীন।।"[৩]

বাঙালি মুসলমান মহিলা কবিদের স্বাধীন সত্ত্বার সন্ধান ছিল আধুনিক যুগের ফসল। জয়নব আখতারের 'যুগের দাবী' কবিতায় সেই আহ্বান মন্ত্র উচ্চারিত হয়েছে-

"জাগো নারী, জাগো তুমি বাজাইয়া ভয়াল বিষাণ,
অত্যাচারী মাতিয়াছে, গাহ তারি সর্বনাশ গান।
... ...
দু'হাতে বিষের পাত্র তুলে নিতে হবে তোরে নারী,
বিলাতে হবে না আর করুণার সুধা-স্নিগ্ধ বারি।
... ...
দাড়ায়ে বাহিরে আজ, উচ্চকণ্ঠে বল্ ডাকি সবেঃ
নারীর যুগের দাবী বিশ্বজনে মেনে নিতে হবে।"[৪]

বিশ শতকের শিক্ষা সংস্কৃতি ও সাহিত্যের প্রভাবে বাঙালি মুসলমান নারী সমাজকে জাগ্রত করারই ছিল তাঁদের মূল উদ্দেশ্য। মিসেস এম, রহমানের 'মতিচূর' কবিতায় সেই ধ্বনি উচ্চরিত হতে দেখি-

"জাগ্রত হইতে হ'বে সকল নারীর
আপনারে করিবারে সফল সার্থক"[৫]

বাঙালি মুসলমান মহিলা কবিরা বাঙালি মুসলমান নারীদের জীবনের নানাবিধ বিধিনিষেধের শৃঙ্গল থেকে মুক্তির কামনায় এই ভাবে একের পর এক গুরুত্বপূর্ণ কবিতা রচনা করেছিলেন।

গার্হস্থ্য জীবন --

বাঙালি মুসলমান মহিলা কবিদের সবচেয়ে কাছের বিষয় ছিল কবিতায় গার্হস্থ্য জীবনের প্রতিরূপ গড়ে তোলা। দৈনন্দিন জীবনের সংসারিক কাজকর্ম, মাতৃত্ব, দাম্পত্য জীবনের সুখ-দুঃখ ইত্যাদি তাঁদের রচিত কবিতায় জীবন্তরূপ লাভ করেছিল। সাংসারিক কাজের মাঝে নারীর একাকিত্বের অভিব্যক্তি ফুটে উঠেছে রাবেয়া খাতুনের 'সংসারের এক কোণে' কবিতায়-

"তবু স্বপ্ন রচি আমি তবু নিতি গাহি আমি গান
সংসারের এক কোণে একেলা জাগরে মোর প্রাণ।"[৬]

একজন নারীর জীবনে বিয়ে ও মাতৃত্ব যে পূর্ণতা নিয়ে আসে তা মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকার 'সাজানো-এ ঘর' ও 'সফল' কবিতাটিতে। নারীর স্ত্রী রূপের পরিপূর্ণতার চিত্র দেখি এই কবিতায়-

"সংসারের শুভ কামনায়,
সীমান্তে সিন্দুর আঁকি তোমারি কল্যানে
নারীত্বের পূর্ণ গরিমায়।"[৭]

একই ভাবে নারী মাতৃত্বের স্বাধ আস্বাধন করে নিজেকে সফল বলে অনুভব করেছেন। সেই চিত্র দেখি 'সফল' কবিতায়-

"কে আমারে ভালবেসে ঘোরে সদা আসেপাশে
মাতৃসম স্নেহেতে চঞ্চল"[৮]

কখনো আবার সংসারিক জীবনে বউদি ও ননোদের দুষ্টু-মিষ্টি ঈর্ষা পরোয়ণতার চিত্রও ফুটে উঠেছে মাহমুদা খাতুন ছিদ্দিকার 'ননদীর জ্বালা' কবিতায়-

"যদি আলতা রাঙিয়া পায়,

খোঁপা সাজায়ে ফুল মালায়,
অরুন বরণ টিপখানি পারি
ঘর পানে তার যাই,
ননদীর রোষ-নয়নে চাহিয়া
থমকি দাঁড়য়ে রই।
ননদীর কাছে শত অছিলায়
কত যে বকুনী খাই!"[৯]

দাম্পত্য জীবনকে ঘিরে বাঙালি মুসলমান মহিলা কবিদের বৈচত্র্যময় সহজ সরল জীবনের চিত্র ফুটে তাঁদের কবিতা রচনায়।

স্বদেশ প্রেম –

বিশ শতকে বাঙালি মুসলমান মহিলা কবিরা সাহিত্যচর্চাতে মনোনিবেশ করেছিলেন। সমসময়ে সমগ্র বিশ্বজুড়ে নানা রাজনৈতিক ঘটনার প্রভাব কিন্তু ভারত তথা বাংলার রাজনীতিকে অনেকখানি প্রভাবিত করেছিল। এই প্রভাবই কিন্তু মহিলা কবিদের স্বদেশ প্রেম গড়ে তুলতে সহায়াতা করেছিল। ফলত কবিদের মাতৃভূমি প্রেম কিন্তু গভীর দেশাত্মবোধে পরিণত হয়েছিল। লেখিকারা তাঁদের একেবারে প্রত্যন্ত গ্রাম বাংলার যে পল্লীরূপ সেই রূপকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে মনে করেছিলেন। ফতেমা রউফ তাঁর 'পল্লীরানী' কবিতায় সেই চিত্রই প্রকাশিত করেছেন। কবিতায়-

"লহ লহ মোর শতেক প্রণাম পল্লীরাণী
মোর কাছে তুমি সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ জানি।
... ...
তোমার দীঘির জল, পথ বকুল ছাওয়া,
ফুলের গন্ধ, পরান মাতানো মধুর হাওয়া
... ...
লহ লহ মোর শতেক প্রণাম অর্ঘ্যখানি
ওগো আরধ্য আমার সাধের পল্লীরানী।"[১০]

মাতৃভূমির প্রতি সাধারণ মানুষের যে নিস্বার্থ ভালোবাসা, সেই ভালোবাসা তাকে পরদেশে গিয়ে নিজের দেশের জন্য যে মনপীড়া দিয়েছে তা রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের 'প্রবাসী রবিন ও তাহার জন্মভূমি' কবিতায়-

"বড় জ্বালা মাতঃ বিদেশে এসেছি
বড় দুঃখে জননী গো। তোমায় ত্যজেছি।
পেয়ে ঐ মাতৃবুক ভুলেছি বেদনা দুখ,
কুটীরে থাকিয়া মাগো। প্রসাদ ভেবেছি।"[১১]

প্রবাসী জীবনের দুঃখ প্রকাশিত হয়েছে, একই সঙ্গে কবির জন্ম ভূমির প্রিত ভালোবাসাও ব্যক্ত হয়েছে। তবে বিশ শতক যে স্বাধীনতার একটা স্বপ্ন দেখছিলো তার প্রমান পাওয়া যায় হোসনে আরা বেগমের 'মুক্তির বাণী হয়নি আজিও রক্ত-আখরে লেখা' কবিতাটিতে-

"নূতনের আগমনী
মোদের কণ্ঠে গীত হবে ভাই
আবার নূতন সুরে।
অভিমান নয়-অভযান দিয়ে,
জয় কোরো অনাচারে।
দেখিবে তখন নূতনের যুগ জয়ধ্বনিত হবে।
নবীনা ধারায় আগম-বার্ত্তা
লেখা হবে দিকে দিকে,

নূতন ইশতাহারে।"[১২]

আর্থৎ জীবনের পুরানো সব কিছুর একটা পরিবর্তন কবি আশা করেছেন। নতুনের জয় গানে ফিয়ে আসবে জাতীয় গৌরব স্বাধীনতা। এই ভাবে বাঙালি মুসলমান মহিলা কবিদের কবিতায় স্বদেশ ও স্বদেশবাসী একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান লাভ করেছিল।

প্রকৃতি প্রেম –

সাহিত্যেচর্চার একটি প্রধান বিষয় প্রকৃতি। প্রকৃতির মাঝে মানব সভ্যতা। সুতরাং প্রকৃতির প্রতি মানুষের টান সহজাত। প্রকৃতির রূপ, রস, গন্ধ কল্পনার আশ্রয়ে সাহিত্যে জায়গা করে নেয়। ব্যক্তিগত জীবনের ঘটনা সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নার অভিব্যক্তি ফুটে উঠেছে সাহিত্যে। ফলত অন্দরমহলে আবদ্ধ জীবনে ফাঁক ফোকোরে যে প্রকৃতি উঁখু মেরেছে তার প্রতক্ষ্য প্রভাব রয়েছে তাঁদের রচিত কবিতায়। যেমন একটি গাছকে কেন্দ্র করে বাতাস, পাখি, পোকামাকড়দের দৈনন্দিন জীবনের যে চিত্র মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা তাঁর 'মহিমা প্রকাশ' কবিতায় অত্যন্ত সহজ সরল ভাষায় প্রকাশ করেছিলে। কবিতায়-

"সমীরণ বহিতেছে
ফুলের সুরভি লয়ে
মধুকর ভ্রমিতেছে
ফুলে ফুলে মধু খেয়ে
মনোসুখে পক্ষীকুল
আলাপনেরত হয়।"[১৩]

বসন্ত ঋতু চলে যাওয়ার সময় তার যে বৈশিষ্ট্য তার সূক্ষাতিসূক্ষ্য বর্নণা করেছেন কবি। কবিতায়-

"বসন্ত গিয়াছে তার আপন গৌরবে,
ল'য়ে গেছে কুসুমের ডালি;
থেমে গেছে বিহগের ললিত ঝঙ্কার,
উড়িতেছে শুষ্ক ধূলা বালি।
দক্ষিণা বহিয়া যায় গৌরব বিহীন,
নীলাকাশ হ'য়ে গেছে ম্লান;
বনের গহন আজ শুষ্ক রূপহীন,
পাপিয়া নীরব ম্রিয়মান।
বসন্ত উৎসব আজ হ'য়ে গেছে শেষ,
পড়ে আছে বাসি ফুল মালা,
রিক্ত ভূষা উদাসিনী ধরনীর বুকে
জাগে শুধু বুক ভরা জ্বালা।"[১৪]

বসন্ত ঋতু নিয়ে একাধিক বাঙালি মুসলমান মহিলা কবি কলম ধরেছিলেন। রাজিয়া খাতুন চৌধুরানী তাঁর "বসন্ত" কবিতায় বসন্ত ঋতু যে ফুলে ফুলে নিজেকে সাজিয়ে নিয়েছে, বাতাসে ফুলের গন্ধ, বসন্ত ঋতু যেন উৎসবের মতো হয়ে উঠেছে। বসন্তের রূপদর্শনে কবি চিত্ত আলোড়িত এবং সেরূপ দর্শনে কবি ভাষাহীন-

"সাজিয়ে এ অর্ঘ্য পঞ্চপাত্রে
বসন্তের আজি আরতি
পিককণ্ঠে তাই সুধাধার পলে
বৈতালিকের ভারত।
আজি বসন্তের নিখিল বিশ্ব
পূর্ণ মহোৎসব
সে রূপ বর্ণনে কবির কণ্ঠ

আপনি হারাবে রব।'[১৫]

প্রকৃতি কখনো মানব মনের সমব্যথী হয়ে উঠেছে। রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের 'শশধর' ও 'কাঞ্চনজঙ্গ' কবিতা দুটো প্রকৃতি বিষয়ক। 'শশধর' কবিতায় কবি চন্দ্রের সঙ্গে নিজের মনের কথা ব্যক্ত করেছেন। শশধরও কবির মতো জীবন যন্ত্রনায় দগ্ধ, তাই সমব্যথীকে পেয়ে কবির আলাপ পরিচয় কবিতায়-

"কি দেখিছ শশধর! আমার হৃদয়?
তোমারি কলঙ্ক সম অন্ধকার ময়!
শুধু পাপ, তাপ, ভয়, শোকে পূর্ণ এ হৃদয়
এ নহে উজ্জ্বল শুভ্র সরলতা ময়।"[১৬]

বাঙালি মুসলমান মহিলা কবিদের কলমে প্রকৃতি জীবন্ত রূপে ধরা দিয়েছে।

ব্যক্তিক প্রেম –

বাঙালি মুসলমান মহিলা কবিদের কবিতায় যে ব্যক্তিপ্রেমের স্বরূপ পরিলক্ষিত হয় তা কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই দাম্পত্য প্রেমকে আশ্রয় করে। তাঁদের কবিতায় প্রেমের সুখ-স্বচ্ছান্দ, কখনো প্রেমের বিরহ ব্যর্থতা হৃদয়ের গভীর আবেগ অনুভূতি প্রকাশিত হয়েছে। ব্যক্তি জীবনে প্রিয়তম অনেক দূরে থাকায় প্রেমিকা তার জীবনে যে শূণ্যতা অর্থাৎ পূর্বরাগের পর যে অনুরাগ পর্যায় রয়েছে সেই অনুরাগের চিত্র দেখতে পায় মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকার 'ব্যাকুলতা' কবিতাটিতে।

"পরশ তোমার পাবার তরে
হিয়া আমার গুমরে মরে,
অনুরাগে রাঙিয়ে ওঠে
সকল আকাশ জানি।"[১৭]

বিচ্ছেদে যে প্রেমের সার্থকতা তা লেখিকাদের কবিতায় বারংবার ফুটে উঠেছে। প্রেমের সেই রূপ দেখি 'প্রতীক্ষায়' কবিতায়-

"দিবস আমার লাগি, বহিয়া এনেছে শুধু জ্বালা,
শুকায়ে গেল যে মোর সযতনে কুসুম রচনা,
গৃহ কোণে আছে পড়ে গীত হারা বীণা"[১৮]

ঈশ্বর সাধনা –

বাঙালি মুসলমান মহিলা কবিদের কবিতায় ঈশ্বর সাধনা সহজ সরল ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। নিজ ধর্মের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা প্রকাশিত হয়েছে। আজিজননেছা খাতুনের 'হামদ' আর্থৎ ঈশ্বর-স্তুতি কবিতায় সেই ভক্তি প্রকাশিত হয়েছে-

"তুমিই পূজার যোগ্য বিশ্ব অধিপতি।
স্বর্গে বসি দেবদলে,
মীন বারি রাশি মাঝে,
শীলিমুখ ফুল রাজে,
অননত উৎসাহে,
গায় বসি দিবা নিশি তোমারই স্তুতি
তুমিই পূজার যোগ্য বিশ্ব অধপতি।" [১৯]

ধর্মের নানা পূর্ণস্থানের মহিমা কীর্তন করেছেন। যেমন মুসলমান সমাজে জমজমের জলের গুরুত্ব অনেকখানি। সেই জল কবিতার বিষয় রূপে ধরা দিয়েছে নার্গিস আছা বানুর 'জমজম' কবিতাটিতে-

"মায়া মরীচিকা পিছে ছুটি উর্দ্ধশ্বাসে,
ক্ষুন্ন মনে ফিরে এসে দেখে-

শিশুর কোমল পদাঘাতে,
মাটির কঠিন বুক ফেটে;
জমজমের জলধারা চলিয়াছে বেঁকে।"[২০]

কখনো আবার কারবালার যুদ্ধের করুণ ইতিহাস ব্যক্ত হয়েছে। মিসেস রফির 'মহরম' কবিতায় হৃদয়ের সেই করুণ আকুতি প্রকাশিত হয়েছে-

"দুঃখের করুণ গাঁথা হৃদয়ের মর্ম্ম আকুলতা
বহিয়া এনেছে আজ মহরম চাঁদ সে বারতা
অতীত বিষাদ গাঁথা যদিও সে হয়ে গেছে লীন"[২১]

ধর্মের নানা অনুষ্ঠানের মহিমা কীর্তন করেছেন ঠিকই কিন্তু সেখানে কোনো ধর্মীয় গোড়ামিকে প্রশ্রয় দেননি তাঁরা। জাতি-ধর্ম-বর্ণের উর্দ্ধে বাঙালি মুসলমান মহিলা কবির 'মিলন-গীতি' কবিতাটি-

"এ দেশের বাণী দোঁহাকার ভাষা,
শিখায়েছে প্রেমে প্রীতি ভালবাসা,
গহনে কাননে দিয়াছে মধুর কাব্য অফুরান,
এক দেশের দুটি ভাই মোরা হিন্দু-মুসলমান।"[২২]

আলোচনা শেষে বলা যায় বাঙালি মুসলমান মহিলা কবিরা সাহিত্যের প্রতিটি ক্ষেত্রেই বিষয় রূপে কবিতা রচনা করেছিলেন। কবিতা দিয়ে তাঁদের পথ চলা শুরু। সেই যাত্রায় তারা জীবনের প্রতিটি অভিজ্ঞতাকে কবিতার বিষয় রূপে নির্বাচন করেছিলেন। সীমাবদ্ধ জীবনে সহজ সরল ভাষায় মনের ভাব কবিতাকারে প্রকাশিত করেছিলেন। সেই সমস্ত কবিতা সমকালে তো বটেই বর্তমান কালেও বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পাদ। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের বাংলাভাষা ও সাহিত্যে কিন্তু বাঙালি মুসলমান সমাজের সাহিত্য বলতে কিছু নেই বললেই চলে। বাঙালি মুসলমান সমাজের সাহিত্য বলতে আমাদের বাংলাদেশের সাহিত্যের দিকে আলোকপাত করতে হয়। কিন্তু কাঁটা তারের বেড়াকে যদি আমরা উপেক্ষা করে সমগ্র বাঙালি মুসলমান সমাজের সাহিত্যচর্চাকে গবেষণার বিষয় রূপে নির্বাচন করি তাহলে বাংলা সাহিত্য অনেকখানি সমৃদ্ধ হবে। বৈচিত্রের মাঝে যে ঐক্যের সন্ধান তা অনেকখানি প্রস্ফুটিত হবে আশা করা যায়।

তথ্যসূত্র :

১. সাইফুল কামরুল হাসান, প্রাক্ সাতচল্লিশ পর্বে; বাঙালি মুসলিম মেয়েদের সাহিত্যচর্চা, পৃ. ১৮৮
২. সাইফুল কামরুল হাসান, প্রাক্ সাতচল্লিশ পর্বে; বাঙালি মুসলিম মেয়েদের সাহিত্যচর্চা, পৃ. ৪৯৪
৩. সাইফুল কামরুল হাসান, প্রাক্ সাতচল্লিশ পর্বে; বাঙালি মুসলিম মেয়েদের সাহিত্যচর্চা, পৃ. ১৮০
৪. সাইফুল কামরুল হাসান, প্রাক্ সাতচল্লিশ পর্বে; বাঙালি মুসলিম মেয়েদের সাহিত্যচর্চা, পৃ. ১৯১
৫. সাইফুল কামরুল হাসান, প্রাক্ সাতচল্লিশ পর্বে; বাঙালি মুসলিম মেয়েদের সাহিত্যচর্চা, পৃ. ২৬০
৬. সাইফুল কামরুল হাসান, প্রাক্ সাতচল্লিশ পর্বে; বাঙালি মুসলিম মেয়েদের সাহিত্যচর্চা, পৃ. ৩০৮
৭. সাইফুল কামরুল হাসান, প্রাক্ সাতচল্লিশ পর্বে; বাঙালি মুসলিম মেয়েদের সাহিত্যচর্চা, পৃ. ৭৯
৮. সাইফুল কামরুল হাসান, প্রাক্ সাতচল্লিশ পর্বে; বাঙালি মুসলিম মেয়েদের সাহিত্যচর্চা, পৃ. ৫৮
৯. সাইফুল কামরুল হাসান, প্রাক্ সাতচল্লিশ পর্বে; বাঙালি মুসলিম মেয়েদের সাহিত্যচর্চা, পৃ. ৭৯
১০. সাইফুল কামরুল হাসান, প্রাক্ সাতচল্লিশ পর্বে; বাঙালি মুসলিম মেয়েদের সাহিত্যচর্চা, পৃ. ২২২
১১. সাইফুল কামরুল হাসান, প্রাক্ সাতচল্লিশ পর্বে; বাঙালি মুসলিম মেয়েদের সাহিত্যচর্চা, পৃ. ৩৩৪
১২. সাইফুল কামরুল হাসান, প্রাক্ সাতচল্লিশ পর্বে; বাঙালি মুসলিম মেয়েদের সাহিত্যচর্চা, পৃ. ৪৭৯
১৩. সাইফুল কামরুল হাসান, প্রাক্ সাতচল্লিশ পর্বে; বাঙালি মুসলিম মেয়েদের সাহিত্যচর্চা, পৃ. ২৩৬
১৪. সাইফুল কামরুল হাসান, প্রাক্ সাতচল্লিশ পর্বে; বাঙালি মুসলিম মেয়েদের সাহিত্যচর্চা, পৃ. ২৪০

১৫. সাইফুল কামরুল হাসান, প্রাক্ সাতচল্লিশ পর্বে; বাঙালি মুসলিম মেয়েদের সাহিত্যচর্চা, পৃ. ২৮২
১৬. সাইফুল কামরুল হাসান, প্রাক্ সাতচল্লিশ পর্বে; বাঙালি মুসলিম মেয়েদের সাহিত্যচর্চা, পৃ. ৩২৩
১৭. সাইফুল কামরুল হাসান, প্রাক্ সাতচল্লিশ পর্বে; বাঙালি মুসলিম মেয়েদের সাহিত্যচর্চা, পৃ. ৫৫
১৮. সাইফুল কামরুল হাসান, প্রাক্ সাতচল্লিশ পর্বে; বাঙালি মুসলিম মেয়েদের সাহিত্যচর্চা, পৃ. ৭০
১৯. সাইফুল কামরুল হাসান, প্রাক্ সাতচল্লিশ পর্বে; বাঙালি মুসলিম মেয়েদের সাহিত্যচর্চা, পৃ. ১৫৬
২০. সাইফুল কামরুল হাসান, প্রাক্ সাতচল্লিশ পর্বে; বাঙালি মুসলিম মেয়েদের সাহিত্যচর্চা, পৃ. ২১৩
২১. সাইফুল কামরুল হাসান, প্রাক্ সাতচল্লিশ পর্বে; বাঙালি মুসলিম মেয়েদের সাহিত্যচর্চা, পৃ. ২৬৩
২২. সাইফুল কামরুল হাসান, প্রাক্ সাতচল্লিশ পর্বে; বাঙালি মুসলিম মেয়েদের সাহিত্যচর্চা, পৃ. ২৪১

গ্রন্থপঞ্জি :

বাংলা সহায়ক গ্রন্থ :

১. আনিসুজ্জামান, মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য, লেখক সংপ্রকাশণী, ১৯৬৪
২. আনিসুজ্জামান, বাঙালি নারী: সাহিত্যে ও সমাজে, সাহিত্য প্রকাশ, ২০০০
৩. আব্দুর রহিম ও অন্যান্য, বাংলাদেশের ইতিহাস, নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৮৭
৪. কাজী আব্দুল মান্নান, আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা, রাজসাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬১
৫. কে. আলী, ইসলামের ইতিহাস, একরাম প্রিন্টং ওয়ার্কস, ২০০২
৬. গোলাম মুরশিদ, সংকোচের বিহ্বলতা: আধুনিক অভিঘাতে বঙ্গরমণীর প্রতিক্রিয়া, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৬
৭. সাইফুল. কামরুল হাসান, প্রাক্ সাতচল্লিশ পর্বে; বাঙালি মুসলিম মেয়েদের সাহিত্যচর্চা, বুকস স্পেস, ২০১৯

ইংরেজি সহায়ক গ্রন্থ :

1. Ashraf Ali Thanwi, Bahista zewar, Heavenly Ornaments Taj, 2008
2. E Ahmed, Current Trends of Islam in Bangladesh; in Society and Politic in Bangladesh, Academic Publisher, 1989
3. F. Engels, The Origin of the Family, Private property and the state, Progress Publisher, 1977
4. H. Afsher, Women, State and Ideology: Studies form Africa and Asia (ed), State University of New York press, 1997
5. Imtiaz Ahmad (ed), Caste and Social Stratification Among the Mulims, 1973
6. Imtiaz Ahmad (ed), Family, Kinship and Marriage Among Muslims in
7. Mahua Sarkar, Visible Symbols/invisible Women: the Social Production of identities in late colonial India, Ann Arbor,Mich: University Microfilms International, 1999
8. Mariam Khan, It's not about the burqa, London: Pan Macmillan, 2019